শিক্ষাক্রম ২০২২

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি | ষষ্ঠ শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন : ডিজিটাল প্রযুক্তি

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে, যার মধ্যে একটি বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা করা হবে। এই নির্দেশিকায় ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের প্রথম সামষ্টিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে, এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ ঘোষণা থেকে শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে।

পরিশিষ্ট ২ এ ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। শিখনকালীন মূল্যায়নের মতোই এই ছক ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে।

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীরা ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি করতে ৭ দিন সময় পাবে। এর মধ্যে তাদের রুটিন অনুযায়ী যে কয়টি সেশন বরাদ্দ তার মধ্যেই কাজটি শেষ করতে হবে। অন্য সকল বিষয়ের মতো ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্যেও একটা নির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারণ করা থাকবে, যেদিন শিক্ষার্থীরা পুরো কাজের চূড়ান্ত উপস্থাপন করবে।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।
- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।

- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে অনুসন্ধানী পাঠ বই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।
- পরিশিষ্ট ১ এ আচরণিক সূচকের একটা তালিকা দেয়া আছে। বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই সূচকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার সূচকের পাশাপাশি এই আচরণিক সূচকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ২ এর ছক ব্যবহার করেই আচরণিক সূচকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।
- পূর্বের নির্দেশনা অনুযায়ী ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন ও শিখনকালীন মূল্যায়নের সমন্বয়ে মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করতে হবে।

যে অভিজ্ঞতা শেষে ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত হবে-

১। সমস্যা দেখে না পাই ভয়, সবাই মিলে করি জয় (যোগ্যতা-১, পারদর্শিতার নির্দেশক- ৬.১)

২। চল বানাই উপহার (যোগ্যতা-৪, পারদর্শিতার নির্দেশক- ৬.৪)

৩। আমাদের বিদ্যালয় পত্রিকা (যোগ্যতা-৬, পারদর্শিতার নির্দেশক- ৬.৬)

যে যোগ্যতাগুলো যাচাই করা হবে –

১। কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা

২। নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা

৩। বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারণা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া

উল্লেখিত যোগ্যতা পরিমাপের জন্য যে পারদর্শিতা নির্দেশকসমূহ যাচাই করা হবে -

- ৬.১ শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে;
- ৬.৪ টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে;
- ৬.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে;

ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন প্রজেক্ট: **আমার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে প্রোফাইল তৈরি**

প্রক্রিয়া:

১। শিক্ষার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে দিয়ে তাদের নিজেদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য অনুসন্ধান (পারদর্শিতা নির্দেশক ৬.১) করতে দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে দল অনুযায়ী কিছু থিমে তাদের অনুসন্ধানের পরিধি নির্ধারণ করে দিতে হবে। যেমন –

- দল ১ - বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী যারা নিজেদের মেধা এবং সৃজনশীলতার প্রমাণ করে পেশাক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করেছেন/করছেন।
- দল ২ - বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক যারা আন্তরিকতার সাথে শিক্ষকতা করেছেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রিয় শিক্ষক ছিলেন।
- দল ৩ - শিল্প- সংস্কৃতি, খেলাধুলা বা অন্যান্য ক্ষেত্রে অবদানের জন্য প্রতিষ্ঠানের অর্জিত স্বীকৃতি
- দল ৪ - বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতি বিজড়িত গল্প

- দল ৫ - বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্মৃতি বিজড়িত ছবি
- দল ৬ -বিদ্যালয় সম্পর্কে স্থানীয় বা জাতীয় পত্রিকায়, ম্যাগাজিন, প্রকাশনায়, ইন্টারনেটে কোন তথ্য, খবর, ছবি ইত্যাদি যে কোন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য।

২। শিক্ষার্থীদের জন্য নির্ধারিত থিম দলীয় হলেও শিক্ষার্থী এককভাবে নির্ধারিত থিম অনুযায়ী তথ্য সংগ্রহ করবে।
৩। নির্ধারিত থিমে তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থী পরবর্তী সেশন পর্যন্ত সময় পাবে।
৪। শিক্ষার্থী সংগৃহীত তথ্য নিজের দলের সবার সাথে আলোচনা করবে যেন নিজেদের তথ্যের মধ্যে পুনরাবৃত্তি না ঘটে।
৫। আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থী ঠিক করবে তারা নিজেদের সংগৃহীত তথ্য কীভাবে উপস্থাপন করতে চায়।
৬। ডিজিটাল প্রেজেন্টেশন, দেয়ালিকা, চিত্র প্রদর্শনী, অডিও/ ভিডিও ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থী উপস্থাপনার জন্য কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা করবে।
৭। কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা এবং প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য শিক্ষার্থী ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের মূল্যায়নের দিন পর্যন্ত সময় পাবে।
৮। শিক্ষার্থী ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত দিনে প্রথম তিন ঘণ্টা শিক্ষার্থী এককভাবে কনটেন্ট তৈরি করবে (পারদর্শিতা নির্দেশক ৬.৪) । পরবর্তী এক ঘণ্টা দলীয়ভাবে কনটেন্ট উপস্থাপন করবে। শেষ ৩০ মিনিট উপস্থাপন শেষে পুরো কাজে নিজের অভিজ্ঞতা, কাজে নিজের ভূমিকা, এবং নিজের অনুভূতি মিলিয়ে দুই পৃষ্ঠার মধ্যে একটি অ্যাসাইনমেন্ট লিখে শিক্ষকের কাছে জমা দিবে।
৯। কনটেন্ট তৈরির জন্য শিক্ষক বিদ্যালয়ের সহজলভ্য যা প্রযুক্তিগত সুবিধা আছে (কম্পিউটার, ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন) তা শিক্ষার্থীদের ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে হবে।
১০। শিক্ষার্থী কনটেন্ট উপস্থাপনে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের দায়িত্বশীল ব্যবহার নিশ্চিত করবে (পারদর্শিতা নির্দেশক ৬.৬) ।

শিক্ষকের কাজ:

১। শিক্ষক নির্দেশনাটি পাওয়া পর শিক্ষার্থীদের পুরো কাজটি বুঝিয়ে বলবেন।
২। শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ করে থিম ভাগ করে দিবেন।
৩। তথ্য অনুসন্ধানের জন্য শিক্ষার্থীদের কোনো সাহায্যের প্রয়োজন হলে (কার সাথে যোগাযোগ করবে, ইন্টারনেট এর প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদি) প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন।
৪। তিনদিন পর শিক্ষার্থী প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে কিনা তা নিশ্চিত করবেন এবং দলগুলো একসাথে আইডিয়া এবং তথ্য শেয়ারের ব্যবস্থা করে দিবেন।
৫। দলে উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া, তথ্য শেয়ারের সময় এবং কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনার সময় শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করবেন।

৬। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের মূল্যায়নের দিন শিক্ষক অন্যান্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী সম্ভব হলে অভিভাবক যেন উপস্থাপনের সময় উপস্থিত থাকে তা নিশ্চিত করবেন।

৭। উপস্থাপন চলবে এক ঘণ্টা।

৮। উপস্থাপনের সময় শিক্ষক সরবরাহকৃত ছক অনুযায়ী পর্যবেক্ষণ এবং প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের কোন ধাপে আছে তা নির্ধারণ করবেন।

৯। শিক্ষার্থী যে অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিবে তা এবং তৈরি ও উপস্থাপিত কনটেন্ট শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জনের রেকর্ড হিসেবে সংরক্ষণ করবেন।

এক নজরে:

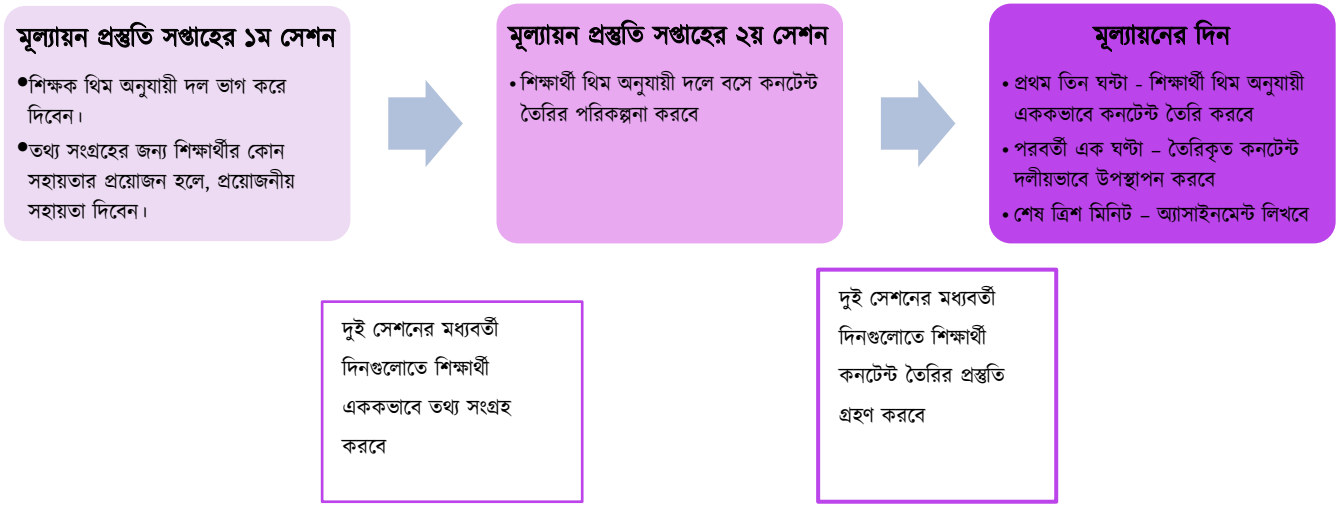

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার সূচক বা Performance Indicator (PI)

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	৬.১	শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে	শিক্ষার্থী প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অন্তত একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী একাধিক উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার চারপাশে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।
নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা	৬.৪	টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরণের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে টার্গেট গ্রুপের চাহিদা চিহ্নিত করে কনটেন্ট তৈরি করেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) বিভিন্ন ধরণের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে টার্গেট গ্রুপের চাহিদা চিহ্নিত করে উপযুক্ত ও কার্যকর কনটেন্ট তৈরি করেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন যে কোন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে টার্গেট গ্রুপের চাহিদা চিহ্নিত করে উপযুক্ত, কার্যকর ও সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করেছে।
বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারনা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে	৬.৬	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ শনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে সহজলভ্য উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ শনাক্ত	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীকে শনাক্ত করে তার অনুমতি গ্রহণ	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ শনাক্ত করে

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শিতার মাত্রা		
			□	○	△
সচেতন হওয়া		অর্জন করবে	করার প্রেক্ষিতে এর ব্যবহারবিধি চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পেরেছে।	প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ওই সম্পদ দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।	প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর অনুমতি সাপেক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ দায়িত্বশীল ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে ।

শিক্ষক পরিশিষ্ট-২ এর আলোকে শ্রেণির শিক্ষার্থীদের প্রত্যেক অভিজ্ঞতার জন্য আলাদা আলাদা করে পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড রাখবেন। এই বিষয়ে যেহেতু একটি অভিজ্ঞতার জন্য একটিই পারদর্শিতার নির্দেশক রয়েছে, তাই প্রযোজ্য কলামটি পূরণ করে বাকি কলামসমূহ ফাঁকা রাখতে হবে।

শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুতকরণ

কোনো একজন শিক্ষার্থীর সবগুলো পারদর্শিতার সূচকে অর্জনের মাত্রা ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট-৩ এ ষাণ্মাসিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে)। শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের প্রতিবেদন হিসেবে ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের পর এই ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করা হবে, যা থেকে শিক্ষার্থী, অভিভাবক বা সংশ্লিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক অগ্রগতির একটা চিত্র বুঝতে পারবেন।

শিখনকালীন ও ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রার ভিত্তিতে তার ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হবে। ট্রান্সক্রিপ্টের ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত অর্জনের মাত্রা চতুর্ভুজ, বৃত্ত, বা ত্রিভুজ (□ ○ △) দিয়ে প্রকাশ করা হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিখনকালীন ও সামষ্টিক মূল্যায়নে একই পারদর্শিতার সূচকে একাধিকবার তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হতে পারে। এরকম ক্ষেত্রে, একই পারদর্শিতার সূচকে কোনো শিক্ষার্থীর দুই বা ততোধিক বার ভিন্ন ভিন্ন মাত্রার পর্যবেক্ষণ পাওয়া যেতে পারে। এক্ষেত্রে, কোনো একটিতে—

- যদি সেই পারদর্শিতার সূচকে ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, তবে ট্রান্সক্রিপ্টে সেটিই উল্লেখ করা হবে।
- যদি কোনোবারই ত্রিভুজ (△) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত না হয়ে থাকে তবে দেখতে হবে অন্তত একবার হলেও বৃত্ত (○) চিহ্নিত মাত্রা শিক্ষার্থী অর্জন করেছে কিনা; করে থাকলে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করা হবে।
- যদি সবগুলোতেই শুধুমাত্র চতুর্ভুজ (□) চিহ্নিত মাত্রা অর্জিত হয়, শুধুমাত্র সেই ক্ষেত্রে ট্রান্সক্রিপ্টে এই মাত্রার অর্জন লিপিবদ্ধ করা হবে।

পরিশিষ্ট ১

আচরণিক সূচক (Behavioural Indicator, BI)

এখানে আচরণিক সূচকের একটা তালিকা দেয়া হলো। বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই সূচকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার সূচকের পাশাপাশি এই আচরণিক সূচকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ষাণ্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ২ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক সূচকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
১. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
২. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
৩. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
৪. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
৫. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
৬. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
৭. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

৮. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
৯. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
১০. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ২

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

ষাণ্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়ন											
প্রতিষ্ঠানের নাম :								তারিখ:			
শ্রেণি : ষষ্ঠ		বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি						শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর :			
		প্রযোজ্য PI/BI নং									
রোল নং	নাম										
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

		প্রযোজ্য PI/BI নং									
রোল নং	নাম										
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি: **.....**	**শ্রেণি : ষষ্ঠ**	**বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা			
পারদর্শিতার সূচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১ শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে	□	○	△
	শিক্ষার্থী প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অন্তত একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী একাধিক উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার চারপাশে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।
৬.৪ টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে	□	○	△
	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরণের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে টার্গেট গ্রুপের চাহিদা চিহ্নিত করে কনটেন্ট তৈরি করেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) বিভিন্ন ধরণের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে টার্গেট গ্রুপের চাহিদা চিহ্নিত করে উপযুক্ত ও কার্যকর কনটেন্ট তৈরি করেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন যে কোন প্রেক্ষাপট অনুযায়ী টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে টার্গেট গ্রুপের চাহিদা চিহ্নিত করে উপযুক্ত, কার্যকর ও সৃজনশীল কনটেন্ট তৈরি করেছে।

৬.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ শনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে	□	○	△
	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে সহজলভ্য উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ শনাক্ত করার প্রেক্ষিতে এর ব্যবহারবিধি চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পেরেছে।	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীকে শনাক্ত করে তার অনুমতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ওই সম্পদ দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ শনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারীর অনুমতি সাপেক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ দায়িত্বশীল ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে ।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ